তারিখ 04 FEB 1987 ... ...
পৃষ্ঠা... .. ...5 কলাম 1 ... ...

দৈনিক বাংলা

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

02

স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও স্কুলে ভর্তি

ছাত্র ভর্তির শর্ত হিসেবে স্বাস্থ্য পরীক্ষা। খবরটি প্রকাশিত হয়েছে ঢাকার একটি দৈনিকে। খবরে বলা হয়েছে উল্লেখ্য বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হতে এসে ছাত্ররা স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্মুখীন হচ্ছে। এর আগে তারা পার হয়ে এসেছে পঞ্চম-শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক স্তর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এ বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের নিয়ে মেডিক্যাল টিম গঠন করা হয়েছে। ভর্তিচ্ছু ছাত্রদের পরীক্ষা করা হচ্ছে দৃষ্টিশক্তি উচ্চতা এবং ওজন। আর এই স্বাস্থ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পেরে বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে ব্যর্থ হয়েছে বেশ কিছু সংখ্যক ছাত্র।

এই স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যাপারটির আবার প্রকারভেদ আছে। অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ভর্তির আর পাঁচটি নিয়মের মত একটি স্বাস্থ্য পরীক্ষার ওপর নির্ভর করে সেখানে ভর্তির প্রশ্ন নির্ধারিত হয় না। আবার অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্য পরীক্ষার রিপোর্ট একান্তভাবেই বিবেচ্য হয় ভর্তির প্রশ্নে। এ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকে। ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষভাবে নজর দেয়া হয়। বলা বাহুল্য যে এ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণের ব্যয় সংকুলান সাধারণ অভিভাবকদের পক্ষে সম্ভব নয় এবং এ সুযোগ সীমাবদ্ধ।

যতদূর জানা গেছে উল্লেখ্য বিদ্যালয়টি সরকারী বিদ্যালয়। সেখানে ভর্তির প্রশ্নে তেমন কড়াকড়ি কোনদিন ছিল না। এবার এ শর্ত আরোপিত হওয়ায় বেশকিছু ছাত্র অসুবিধায় পড়েছে।

আমাদের মনে হয় স্বাস্থ্যের প্রশ্ন যেমন উড়িয়ে দেয়া যায় না তেমন সারা দেশ থেকে ভিন্ন করে দেয়ারও অবকাশ নেই। সকল ছাত্রের সুস্বাস্থ্য আমাদের সকলের কাম্য। এ প্রচেষ্টা সকলের। এ প্রচেষ্টা সফল না হওয়া পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা নিতে হবে। সে পরিপ্রেক্ষিতে একমাত্র সংক্রামক ব্যাধি ভিন্ন অন্য কোনো স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কারণে কাউকে বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে না দেওয়া বাস্তব পরিস্থিতি স্বীকৃতির অভাব বলেই পরিগণিত হবে।